রক্তে যাদের দেশপ্রেম, ট্র্যাকে তারা অদম্য

২০২৫ সালে সেনাবাহিনীর ক্রীড়া সাফল্যের মহাকাব্য

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে 'শৃঙ্খলা' আর 'সাফল্য'–শব্দ দুটি আজ সমার্থক হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কল্যাণে। 'সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে'–এই মন্ত্রে দীক্ষিত সেনাসদস্যরা আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (ASCB)-এর তত্ত্বাবধানে ২০২৫ সালে ক্রীড়াঙ্গনে এক স্বর্ণালী অধ্যায় রচনা করেছেন। অ্যাথলেটিক্স, সুইমিং, বক্সিং থেকে গলফ–সবখানেই ছিল তাদের সাফল্য।

শৌর্য ও অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন হলো 'আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (এএসসিবি)'। "সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে"–দেশপ্রেমের এই সুমহান মূলমন্ত্রকে বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ কেবল দেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্বেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এক অভূতপূর্ব ও উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের পর থেকেই মূলত সেনাবাহিনীতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্রীড়া কার্যক্রমের শুভসূচনা ঘটে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই বিস্তৃত ক্রীড়া কার্যক্রমকে একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত কাঠামোর আওতায় আনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেনাসদস্যদের ক্রীড়ানৈপুণ্যকে সগৌরবে তুলে ধরার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'এএসসিবি' গঠন করা হয়।

প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে এই নিয়ন্ত্রক বোর্ডটি মূলত ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি, বক্সিং, সাঁতার এবং অ্যাথলেটিক্স–এই সাতটি নির্দিষ্ট ক্রীড়া দলের সমন্বয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় ও যুগের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন সময়ে আরও নতুন নতুন ক্রীড়া দল গঠন করা হয়, যারা অচিরেই জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এএসসিবির দক্ষ ছায়াতলে সর্বমোট ২৯টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ডিসিপ্লিন অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রচলিত খেলাধুলার বাইরেও সেনাবাহিনীর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 'আজান ও কিরাত' দলটি সরাসরি এএসসিবি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলে ধর্মীয় দক্ষতা ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাকে গভীরভাবে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক আয়োজনের মাধ্যমে সবচেয়ে যোগ্য মুয়াজ্জিন ও সুকণ্ঠের ক্বারী অন্বেষণ করা। অন্যদিকে, ক্রীড়ায় নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২০১৪ সাল থেকে পুরুষ খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নারী খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে বিভিন্ন শক্তিশালী মহিলা ক্রীড়া দলও গঠন করা হয়েছে, যা ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

এএসসিবির প্রধান কার্যালয়টি ঢাকার আর্মি স্টেডিয়াম সংলগ্ন সেনানিবাস এলাকায় সগৌরবে অবস্থিত এবং এই সংস্থাটি সরাসরি সেনা সদরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই মর্যাদাপূর্ণ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের পরিচালক পদে আসীন একজন স্বনামধন্য ব্রিগেডিয়ার। এছাড়া বোর্ডের সচিব হিসেবে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদার চৌকস অফিসার এবং সদস্য হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও তিনজন মেজর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এএসসিবি যে কেবল সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্যই খেলোয়াড় তৈরি করে, তা নয়; বরং সমগ্র দেশের জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া সাফল্যগুলোতেও তারা সিংহভাগ ও অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এএসসিবির ক্রীড়া অবকাঠামোকে বিশ্বমানে উন্নীত ও আরও আধুনিক করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের 'ইনডোর স্টেডিয়াম' এবং একটি বহুতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক 'স্পোর্টস হাব' নির্মাণের যুগান্তকারী পরিকল্পনা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশীয় মাটিতেই সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশে বিভিন্ন ইনডোর গেমসের আয়োজন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও এএসসিবির সুদূরপ্রসারী ভিশনের অংশ হিসেবে একটি সর্বাধুনিক 'স্পোর্টস একাডেমি' প্রতিষ্ঠার মহৎ পরিকল্পনাও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই একাডেমির মূল লক্ষ্যই হবে দেশের একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করা এবং তাদের বিশ্বমানের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলেট হিসেবে গড়ে তোলা।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ কেবল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীই নয়, বরং খেলাধুলার বিস্তৃত জগতেও তারা এক অনন্য এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কঠোর শৃঙ্খলা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও হৃদয়ে গভীর দেশপ্রেম ধারণ করে সেনাবাহিনীর অদম্য খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ সব সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। এএসসিবি তাই কেবল একটি প্রথাগত সামরিক সংস্থাই নয়, এটি সমগ্র দেশের ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ ও বিকাশের এক অত্যন্ত উর্বর চারণভূমি। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কীভাবে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করা যায়, এএসসিবি দেশের সামনে তারই এক প্রোজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আগামী দিনে অলিম্পিকের মতো সর্ববৃহৎ বৈশ্বিক মঞ্চে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাকে সগর্বে উড্ডীন করতে এই বোর্ড এক অগ্রণী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে–এটাই আজ সমগ্র জাতির দৃঢ় প্রত্যাশা।

ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়

জাতীয় রেকর্ড ও সাফল্য: (২০২৫)

চ্যাম্পিয়ন
২৫টি
জাতীয় প্রতিযোগিতায়

অ্যাথলেটিক্স:
১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিক্সে **সৈনিক নাজমুল হোসেন রনি** ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫০.৮৪ সেকেন্ড এবং **সৈনিক মো. সৌরভ মিয়া** পোল ভল্টে ৪.৫৫ মিটারে নতুন রেকর্ড গড়েন। ডিসকাস থ্রো-তে ইউপি **সার্জেন্ট আব্দুল আলীম** ৪৫.৪৮ মিটার দূরত্বে চাকতি নিক্ষেপ করে প্রমাণ করেছেন অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

জলক্রীড়া:
সাঁতারে **সৈনিক তন্ময়** ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ০০:২৯:৫৯ সময়ে রেকর্ড গড়েন। এছাড়া ওয়াটার পোলোতে ৩৪তম জাতীয় এবং 'তারুণ্যের উৎসব' উভয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় সেনাবাহিনী।

অন্যান্য:
কারাতে, উশু, বক্সিং, ভারোত্তোলন, সাইক্লিং ও টেবিল টেনিসেও সেনাবাহিনী চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ঘরে তোলে।

স্পেশাল অলিম্পিকস

মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকসে **সৈনিক মোছাঃ নাছিমা খাতুন** ব্যাডমিন্টন এককে স্বর্ণপদক জয় করেন।

জাতীয় রেকর্ড

কর্পোরাল বর্ষা খাতুন ৪০০ মি. হার্ডলসে এবং **কর্পোরাল রোমানা আক্তার** ২০০ মি. ব্রেস্ট স্ট্রোকে নতুন রেকর্ড গড়েন।

অদম্য নারী শক্তি

সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজয়

২০২৫ সাল ছিল সেনাবাহিনীর নারী ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের বছর। ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করা নারী দলটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

গলফ

কেনিয়ায় ১৬তম CISM ওয়ার্ল্ড মিলিটারি গলফে **সৈনিক সোনিয়া আক্তার** ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ এবং দলীয় ইভেন্টে রৌপ্যপদক অর্জন করেন।

ইসলামিক সলিডারিটি গেমস

সৌদি আরবে **সৈনিক মারজিয়া আক্তার ইকরা** ভারোত্তোলনে ৩টি ব্রোঞ্জ এবং **খই খই শাই মারমা** টেবিল টেনিস মিশ্র দ্বৈতে রৌপ্যপদক জিতেন।

বক্সিং ও সাঁতার

ভুটানে ৪ জাতি বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে **সৈনিক জান্নাতুল ফেরদৌস** ও **সৈনিক কায়েমা খাতুন** ব্রোঞ্জপদক জয় করেন। ভারতে বিশ্ব দূরপাল্লা সাঁতারে **সৈনিক মোছাঃ মুক্তি খাতুন** রৌপ্যপদক পান।

কারাতে ও আর্চারি

শ্রীলঙ্কায় সাউথ এশিয়ান কারাতে **কর্পোরাল সূচনা, ল্যান্স কর্পোরাল সায়মা** ও **সৈনিক নুসরাত** ব্রোঞ্জপদক জয় করেন। রাশিয়ায় মিলিটারি আর্চারিতে **ল্যান্স কর্পোরাল ঝর্না খাতুন** ও দল ৪টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ অর্জন করে।

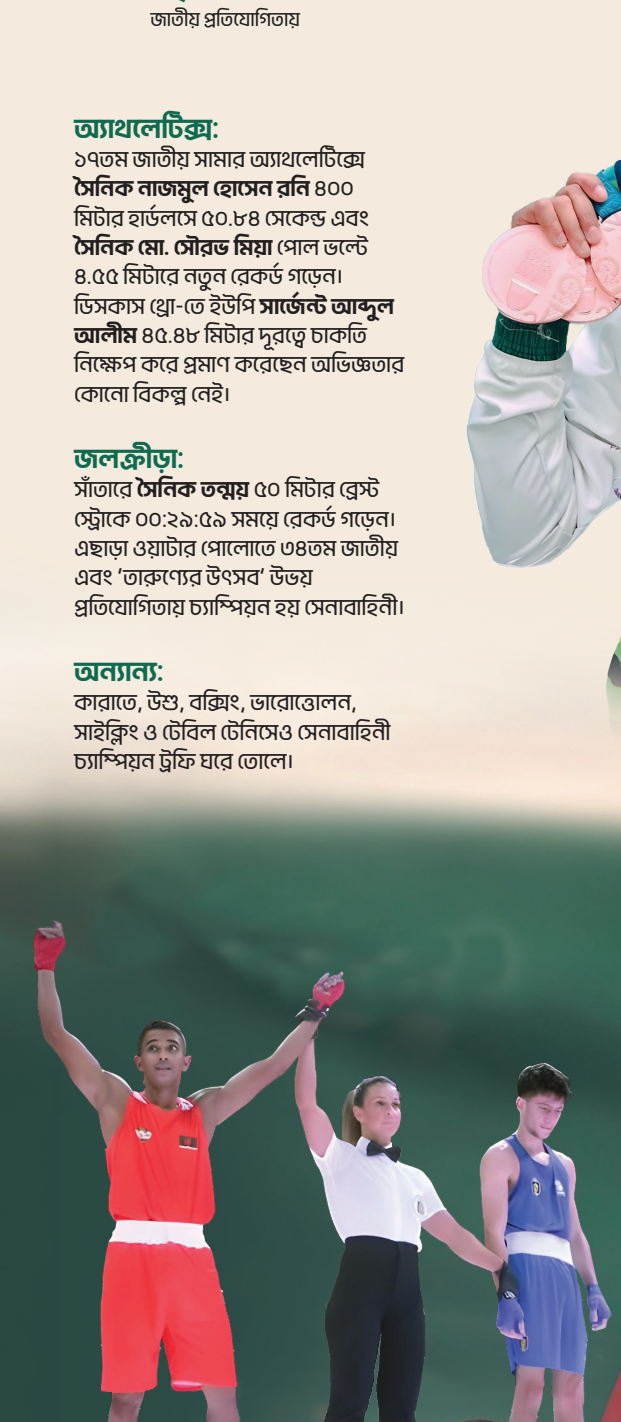

ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়

বর্তমান সাফল্যের ভিত্তি গড়েছেন অতীতের কিংবদন্তিরা:

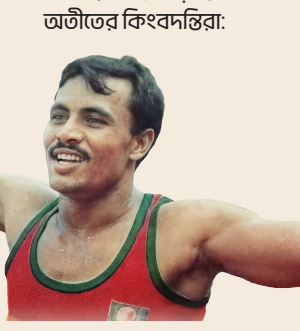

মোহাম্মদ শাহ আলম:
সাউথ এশিয়ান গেমসে অ্যাথলেটিক্সে প্রথম স্বর্ণজয়ী (১৯৮৫) এবং একমাত্র বাংলাদেশি পুরুষ হিসেবে টাইটেল ডিফেন্ডার (১৯৮৭)।

বক্সার মোশাররফ হোসেন:
১৯৮৬ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের প্রথম পদক (ব্রোঞ্জ) জয়ী এবং টানা ১০ বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন।

গোলাম আম্বিয়া:
টানা ৬ বছর দেশের দ্রুততম মানব এবং অলিম্পিয়ান।

আগামীর স্বপ্ন

শৃঙ্খল অনুশীলন ও আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ক্রীড়াঙ্গনে যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, ২০২৫ সালের সাফল্য তারই প্রতিফলন। অলিম্পিক ও বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে এই অদম্য যাত্রাই আমাদের অনুপ্রেরণা।